সৎকর্মশীল মু'মিনদের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "**সৎকর্মশীল মু'মিনদের মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা**"।

পবিত্র কুরআনুল করিমে আল্লাহ ইরশাদ করেন:

১। **জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।**

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে । সূরা আল আম্বিয়া ২১ঃ ৩৫

২। **হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া।**

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

হে প্রশান্তচিত্ত ! সূরা আল ফাজ্র ৮৯ঃ ২৭

ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া, সূরা আল ফাজ্র ৮৯ঃ ২৮

فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾

আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, সূরা আল ফাজ্র ৮৯ঃ ২৯

وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর । সূরা আল ফাজ্র ৮৯ঃ ৩০

To learn more click here

৩। **ইল্লিয়ীন সম্পর্কে তুমি কি জান?**

كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ اَلأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা' ইলিয়্যীনে, সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ঃ ১৮

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কি জান? সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ঃ ১৯

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

উহা চিহ্নিত 'আমলনামা । সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ঃ ২০

يَشْهَدُهُ اَلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

যাহারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে । সূরা মুতাফফিফীন ৮৩ঃ ২১

৪। **আমি তাহাকে (মানুষকে) পূর্ব সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না।**

وَيَقُولُ اَلإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً ﴿٦٦﴾

মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইব ?' সূরা মরিয়াম ১৯ঃ ৬৬

أَوَلاَ يَذْكُرُ إِلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً ﴿٦٧﴾

মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না ? সূরা মরিয়াম ১৯ঃ ৬৭

৫। **ফেরিশতাগণ যাহাদের (সৎকর্মশীল মু'মিনদের) মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতাগণ বলিবে, তোমাদের প্রতি শান্তি।**

اَلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اَلْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ اَدْخُلُواْ اَلْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

ফিরিশ্তাগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায় । ফিরিশতাগণ বলিবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি ! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর ।' সূরা আন নাহল ১৬ঃ ৩২

To learn more click here

সহীহ হাদীস

ইবনে আবী হাতীম ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূল সা: এর কাছে হযরত আবু বকর রা:বসা ছিলেন যখন সূরা ৮৯ আল ফজর এর ২৭, ২৮ নম্বর আয়াত নাযিল হয় [(সেদিন মুমিনদের বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্টচিত্তে এবং তার সন্তোষভাজন হয়ে।] তখন আবু বকর রা: বললেন, এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে? রাসূল সা: বললেন-

اَ ماَ انَّه سَيُقَالُ لَكَ هَذَا ـ

নিশ্চয়ই এটা আপনাকে (আবু বকরকে) বলা হবে।

সহীহ হাদীস

নিচের হাদিসটিতে রাসূল সা: বর্ণনা করেছেন, কিভাবে একজন পুণ্যবানকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে স্বাগত জানানো হবে।

বা'রা ইবনে আ'জীব রা: বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারের দাফন করার জন্য আমরা রাসূল সা: এর সাথে কবরস্থানে গেলাম। আমরা কবরস্থানে পৌঁছলাম, তখনো তাহাকে (মাইয়েতকে) কবরে রাখা হয় নি।

রাসূল সা: বসলেন এবং আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম। পাখিরা আমাদের মাথার উপর ছিল, আমরা নিশ্চুপ ছিলাম। রাসুল সাঃ এর হাতের লাঠি দ্বারা মাটিতে মৃদু আঘাত করলেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে ও মাটির দিকে পরপর তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, কবরের আযাব থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। দুইবার অথবা তিনবার তিনি বললেন- হে আল্লাহ, কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। তারপর তিনি বললেন: যখন কোন মু'মিনের পৃথিবী থেকে বিদায়ের (অর্থাৎ মৃত্যুর) সময় চলে আসে এবং সে পরবর্তী জীবনে এক্ষুনি চলে যাবে, তখন সূর্যের মতো উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। এবং তারা মৃত্যু উপস্থিত ব্যক্তির চারপাশে বসে যায়। ফেরেশতাদের পাখা যতদূর চোখ যায় ততদূর বিস্তৃত থাকে।

এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার মাথার কাছে বসে এবং বলে, "পবিত্র আত্মা বেরিয়ে এসো আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি দিকে"। তখন আত্মা বেরিয়ে আসে যে ভাবে পানির টেপ থেকে পানি বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর ফেরেশতা আত্মাটা গ্রহণ করে এবং অন্য ফেরেশতারাও এ পবিত্র আত্মাকে এক পলকের জন্যও ছেড়ে

To learn more click here

দেয় না। ফেরেশতাগণ আত্মাকে সুগন্ধি মাখিয়ে দেয় এবং এ পবিত্র আত্মার সুবাস পৃথিবীতে মেশকের মত ঘ্রান ছড়ায়।

এরপর ফেরেশতাগণ এই আত্মা নিয়ে উর্ধ্বে যাত্রা করে, যখনই তারা একদল ফেরেশতাদের অতিক্রম করে, ঐ সমস্ত ফেরেশতারা জানতে চায়, এটা কার আত্মা। বহনকারী ফেরেশতারা বলে এ পবিত্র আত্মা অমুকের পুত্র অমুকের এবং পৃথিবীতে তার সুন্দর নাম বলে অন্য ফেরেশতাদের কাছে পরিচয় তুলে ধরে।

ফেরেশতারা এ পবিত্র আত্মাকে সর্বনিম্ন আসমানে নিয়ে দরজা খুলতে বলে, দরজা খোলা হয়। এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ যারা বিভিন্ন আসমানে রয়েছে তারা এ পবিত্র আত্মার সাথে গমন করে যতক্ষণ না আল্লাহ যে আসমানে রয়েছে সে পর্যন্ত তারা পৌঁছে।

মহাশক্তিশালী, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তখন নির্দেশ দেন, "ইল্লিনের" কিতাবে আমার এ বান্দাহর নাম অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

এ (মাটি) দ্বারাই আমি তাকে সৃষ্টি করেছি, এই মাটিতেই তাকে ফিরিয়ে এনেছি এবং এই মাটি থেকেই তাকে উত্থান (কেয়ামতের দিন) ঘটাবো।

তার আত্মা তখন তার শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আসে। ফেরেশতারা তাকে বসায় এবং জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রভু কে? সে বলে আমার প্রভু, "আল্লাহ"। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমার দ্বীন কি? সে বলে আমার দ্বীন "ইসলাম"। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? সে বলে "আল্লাহর রাসূল"। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি এই সমস্ত জবাব কিভাবে জানলে? সে বলবে "আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, এ কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, এবং ঘোষণা করেছি এই কিতাব সত্য"।

অতঃপর এক উচ্চ স্বর ঘোষণা করবে, আমার বান্দাহ সত্য বলেছে। সুতরাং জান্নাত থেকে আমার বান্দাহ পর্যন্ত কার্পেট বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও।

অতঃপর জান্নাতের সুগন্ধি ও সুভাষের কিছু অংশ তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তার কবর যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হবে।

To learn more click here

অতঃপর একজন মানুষ সুন্দর পোশাক ও সুগন্ধি মাখা অবস্থায় তার কাছে আসবে এবং বলবে, “ তোমার জন্য আজ আনন্দ ও খুশির দিন, যা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল”। মৃত ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করবে, “তুমি কে?” তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভালো লোক। সে উত্তর দেবে, “আমি তোমার আমল”।

মৃত লোকটির আত্মা তখন বলবে, “হে আমার রব্, বিচারের দিন যেন তাড়াতাড়ি আসে, যাতে করে আমি পরিবার ও নেয়ামতের সাথে যুক্ত হতে পারি”। ইল্লিয়ুন: সূরা মুতাফফিফীন: আয়াত ১৮, ১৯, ২০, ২১

উপরের হাদীসটি একটা দীর্ঘ হাদিসের অংশ। পরবর্তী অংশে জাহান্নামী লোকদের মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী অধ্যায় তাদের কেমন হবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে। জাহান্নামী লোকদের মৃত্যু সংক্রান্ত কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করা হল-

اَلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ اَلْمَلائِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا اَلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَءٍ بَلَىٰ إِنَّ اَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

যাহাদের মৃত্যু ঘটায় ফিরিশ্তাগণ উহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া বলিবে, ‘আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না ।' এবং নিশ্চয়ই তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অভহিত । সূরা নাহল ১৬ঃ ২৮

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা সৎকর্মশীল ম’মিন বান্দাহ হয়ে যাই এবং মৃত্যুর সময় ও কবরে আমরা ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা লাভ করি এবং জান্নাতের সাথে আমাদের কবর যেন সংযোগ হয়ে যায়।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ আমরা দোষ স্বীকার করে তওবা করছি, মেহেরবানী করে আমাদের ক্ষমা করে দাও। মৃত্যুযন্ত্রণা, কবরের আজাব থেকে আমাদের বাঁচাও। জাহান্নাম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। এবং জান্নাতে দাখিল করাও। দুনিয়ায়ও আমাদেরকে সৎকাজে বরকত দান কর, অসৎ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখ এবং সব ধরনের বা’লা মুসিবত থেকে রক্ষা কর।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here